Political Science(Semester 1- Honours)
Paper : CC-1: Understanding Political Theory.

Topic no I: Introducing Political Theory
1. What is Politics: Theorizing the 'Political'
By- Shyamashree Roy , Assistant Prof. Dept. of Political Science

রাজনীতি হ'ল ক্রিয়াকলাপগুলির সংস্থাগুলি যা গোষ্ঠীগুলিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাথে সংযুক্ত থাকে, বা ব্যক্তিগুলির মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্কের অন্যান্য রূপ যেমন সম্পদ বা স্থিতির বন্টন। রাজনীতির একাডেমিক অধ্যয়নকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান হিসাবে উল্লেখ করা হয়। রাজনীতিতে বিভিন্ন পদ্ধতি মোতায়েন করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে জনগণের মধ্যে নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করা, অন্যান্য রাজনৈতিক বিষয়গুলির সাথে আলোচনা করা, আইন করা এবং বিরোধীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সহ শক্তি প্রয়োগ করা আধুনিক স্থানীয় সরকার, সংস্থাগুলি এবং সার্বভৌম রাজ্যগুলি থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক স্তরের পর্যন্ত traditional সমাজগুলির গোত্র এবং উপজাতি থেকে শুরু করে বিস্তৃত সামাজিক স্তরে রাজনীতি ব্যবহার করা হয়। আধুনিক দেশগুলির রাষ্ট্রগুলিতে, লোকেরা প্রায়শই তাদের ধারণাগুলি উপস্থাপনের জন্য রাজনৈতিক দল গঠন করে। একটি দলের সদস্যরা প্রায়শই অনেক ইস্যুতে একই অবস্থান নিতে সম্মত হন এবং আইন এবং একই নেতাদের একই পরিবর্তনকে সমর্থন করতে সম্মত হন। একটি নির্বাচন সাধারণত বিভিন্ন দলের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা হয়।

একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা এমন একটি কাঠামো যা সমাজের মধ্যে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক পদ্ধতিগুলি সংজ্ঞায়িত করে। প্লেটোর প্রজাতন্ত্র, এরিস্টটলের রাজনীতি, চাণক্যের আর্থশাস্ত্র এবং চাণক্য নিতি (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী), এবং কনফুসিয়াসের রচনাসমূহের মতো কাজকর্মের সাথে প্রাথমিক চিন্তাধারার ইতিহাসটি প্রাথমিক যুগের প্রাচীন কাল থেকে ফিরে পাওয়া যায়। ।

রাজনীতি, এর বিস্তৃত অর্থে, সেই ক্রিয়াকলাপটি যার মাধ্যমে লোকেরা সাধারণ নিয়মাবলী তৈরি করে, সংরক্ষণ এবং সংশোধন করে যার দ্বারা তারা বাস করে। যদিও রাজনীতিও একাডেমিক বিষয়, তবে এটি স্পষ্টতই এই ক্রিয়াকলাপটির অধ্যয়ন। রাজনীতি এইভাবে সংঘাত ও সহযোগিতার ঘটনার সাথে যুক্ত রয়েছে। একদিকে, প্রতিদ্বন্দ্বী মতামত, বিভিন্ন চায়, প্রতিযোগিতামূলক প্রয়োজন এবং বিরোধী স্বার্থের অস্তিত্ব লোকেরা যে নিয়মের অধীনে বাস করে সে সম্পর্কে মতবিরোধের নিশ্চয়তা দেয়। 'রাজনীতি' শব্দটি পোলিশ থেকে এসেছে, যার অর্থ আক্ষরিক অর্থেই 'শহর-রাজ্য'। প্রাচীন গ্রীক সমাজকে স্বাধীন নগর-রাজ্যের সংকলনে বিভক্ত করা হয়েছিল, যার প্রত্যেকটিরই নিজস্ব সরকার ব্যবস্থা ছিল। এই নগর-রাজ্যগুলির বৃহত্তম এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল অ্যাথেন্স, প্রায়শই গণতান্ত্রিক সরকারের পঙ্গু হিসাবে চিত্রিত হয়েছিল। এই আলোকে, রাজনীতিটি পলিসের বিষয়গুলি উল্লেখ করতে বোঝা যায় - বাস্তবে, 'পলিসকে কী উদ্বেগ দেয়'। এই সংজ্ঞাটির আধুনিক রূপটি তাই 'রাষ্ট্রের উদ্বেগের বিষয়'। রাজনীতির এই দৃষ্টিভঙ্গিটি শব্দটির প্রতিদিনের ব্যবহারে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়: লোকেরা যখন জনসাধারণের পদে অধিষ্ঠিত থাকে তখন তারা 'রাজনীতিতে' থাকে, বা তারা যখন এমনটা করার চেষ্টা করে তখন 'রাজনীতিতে প্রবেশ করে' বলে মনে হয়। এটি এমন একটি সংজ্ঞা যা একাডেমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান চিরস্থায়ী করতে সহায়তা করেছে।

বিভিন্ন দিক থেকে, রাজনীতিতে "রাষ্ট্রের উদ্বেগের বিষয়" যে ধারণাটি শৃঙ্খলার প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি, একাডেমিকের প্রবণতা প্রতিফলিত করে রাজনীতি কী?

রাজনীতি অধ্যয়ন করা, সংক্ষেপে, সরকার অধ্যয়ন করা বা আরও বিস্তৃতভাবে কর্তৃত্বের অনুশীলন অধ্যয়ন করা। প্রভাবশালী মার্কিন রাজনৈতিক বিজ্ঞানী ডেভিড ইস্টন (১৯৯৯, ১৯৮১) এর লেখায় এই দৃষ্টিভঙ্গি অগ্রণী, যিনি রাজনীতিকে 'মূল্যবোধের অনুমোদনমূলক বরাদ্দ' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন। এর মাধ্যমে, তার অর্থ হ'ল রাজনীতি বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলিকে ঘিরে রেখেছে যার মাধ্যমে সরকার বৃহত্তর সমাজের চাপগুলিতে বিশেষত সুবিধা, পুরষ্কার বা জরিমানার বরাদ্দের মাধ্যমে সাড়া দেয়। 'অনুমোদনমূলক মান' তাই সেগুলি যা সমাজে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় এবং নাগরিকদের দ্বারা এটি বাধ্যতামূলক বলে বিবেচিত হয়। এই দৃষ্টিতে রাজনীতি 'নীতি' সম্পর্কিত: যা আনুষ্ঠানিক বা কর্তৃত্বমূলক সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত যা সম্প্রদায়ের জন্য কর্মের পরিকল্পনা স্থাপন করে।

রাজনীতি জনসম্পর্ক হিসাবে

রাজনীতির দ্বিতীয় এবং বিস্তৃত ধারণা এটিকে সরকারের সরু ক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে যায় যা "জনজীবন" বা "জনসাধারণের বিষয়" হিসাবে ভাবা হয়। অন্য কথায়, 'রাজনৈতিক' এবং 'অরাজনৈতিক' এর মধ্যে পার্থক্য জীবনের একটি মূলগত জনজীবন এবং কোন ব্যক্তিগত ক্ষেত্র হিসাবে ভাবা যেতে পারে তার মধ্যে বিভক্তির সাথে মিল রয়েছে। রাজনীতির এমন দৃষ্টিভঙ্গি প্রায়শই বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের কাজের সন্ধান পাওয়া যায়। রাজনীতিতে, অ্যারিস্টটল ঘোষণা করেছিলেন যে 'মানুষ স্বভাবতই একটি রাজনৈতিক প্রাণী', যার দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে এটি কেবল একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই মানুষ 'সুন্দর জীবন' বাঁচতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, রাজনীতি হ'ল একটি 'ন্যায্য সমাজ' তৈরির সাথে সম্পর্কিত একটি নৈতিক কার্যকলাপ; এরিস্টটল এটিকেই 'মাস্টার সায়েন্স' বলেছিলেন।

সমঝোতা হিসাবে রাজনীতি।

রাজনীতির তৃতীয় ধারণাটি রাজনীতির যে অঙ্গনের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয় তা নয়, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তার সাথে সম্পর্কিত। বিশেষত রাজনীতিকে দ্বন্দ্ব নিরসনের একটি বিশেষ মাধ্যম হিসাবে দেখা হয়: তা হল শক্তি ও নগ্ন শক্তির মাধ্যমে নয় বরং আপস, সমঝোতা এবং আলোচনার মাধ্যমে। রাজনীতিকে যখন 'সম্ভাব্য শিল্প' হিসাবে চিত্রিত করা হয় তখন এটাই বোঝানো হয়। এই জাতীয় সংজ্ঞা শব্দটির দৈনন্দিন ব্যবহারের অন্তর্নিহিত। উদাহরণস্বরূপ, একটি 'রাজনৈতিক' সমাধান হিসাবে সমস্যার সমাধানের বিবরণটি শান্ত বিতর্ক এবং সালিশকে বোঝায়, প্রায়শই "সামরিক" সমাধান বলা হয়। আবারও রাজনীতির এই দৃষ্টিভঙ্গি অ্যারিস্টটলের লেখায় ফিরে পাওয়া যায় এবং বিশেষত তাঁর বিশ্বাস যে তিনি 'পলিটিকে' বলেছিলেন এটিই সরকারের আদর্শ ব্যবস্থা, কারণ এটি 'মিশ্র', এই অর্থে অভিজাত ও গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য উভয়কেই একত্রিত করে।

শক্তি হিসাবে রাজনীতি।

রাজনীতির চতুর্থ সংজ্ঞাটি বিস্তৃত এবং সর্বাধিক মূলগত উভয়ই। রাজনীতিকে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের (সরকার, রাষ্ট্র বা 'জনগণের রাজ্য) মধ্যে সীমাবদ্ধ না করে এই দৃষ্টিভঙ্গি রাজনীতিকে সমস্ত সামাজিক কর্মকাণ্ডে এবং মানুষের অস্তিত্বের প্রতিটি কোণায় কাজ করে দেখায়

.. রাজনীতি মূলত, শক্তি: যে কোনও উপায়েই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের ক্ষমতা। এই ধারণাটি খুব সুন্দরভাবে হ্যারল্ড লাসওয়েলের বইয়ের রাজনীতি: শিরোনামে কী হয়, কখন, কিভাবে হয়? (1936)। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, রাজনীতি বৈচিত্র্য এবং সংঘাত সম্পর্কে, তবে প্রয়োজনীয় উপাদানটি অভাবের অস্তিত্ব: সাধারণ সত্য যে, মানুষের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষাগুলি অসীম হলেও, তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য উপলব্ধ সংস্থানগুলি সর্বদা সীমাবদ্ধ থাকে। রাজনীতিকে অতএব দুর্লভ সম্পদের বিরুদ্ধে লড়াই হিসাবে দেখা যেতে পারে, এবং শক্তিটিকে এই সংগ্রাম পরিচালিত করার উপায় হিসাবে দেখা যায়।

রাজনীতি অধ্যয়নের দিকে দৃষ্টিভঙ্গি।

সনাতন পদ্ধতি/ The traditional approach :

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রকৃতি সম্পর্কে মতবিরোধ একাডেমিক শৃঙ্খলা হিসাবে রাজনীতির প্রকৃতি সম্পর্কে বিতর্কের সাথে মিলে যায়। বৌদ্ধিক অনুসন্ধানের অন্যতম প্রাচীন ক্ষেত্র, রাজনীতিটি মূলত দর্শনের, ইতিহাস বা আইনের একটি বাহিনী হিসাবে দেখা হত। এর কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য হ'ল নীতিগুলি উদ্ঘাটিত করা, যার ভিত্তিতে মানবসমাজকে ভিত্তি করা উচিত। নবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে অবশ্য এই দার্শনিক জোরকে ধীরে ধীরে রাজনীতিতে বৈজ্ঞানিক শাখায় পরিণত করার প্রয়াস দ্বারা বাস্তুচ্যুত করা হয়েছিল। এই বিকাশের উচ্চ পয়েন্টটি 1950 এবং 1960 এর দশকে অর্থহীন রূপক হিসাবে পূর্ববর্তী tradition প্রকাশ্য প্রত্যাখ্যানের সাথে পৌঁছেছিল। তবে, তারপর থেকে রাজনীতির একটি কঠোর বিজ্ঞানের প্রতি উত্সাহ হ্রাস পেয়েছে এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধ এবং আদর্শিক তত্ত্বগুলির স্থায়ী গুরুত্বকে নতুন করে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সর্বজনীন মূল্যবোধের জন্য যদি 'traditional' অনুসন্ধানটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ত্যাগ করা হয়, তবে কেবল বিজ্ঞানই সত্য প্রকাশের মাধ্যম সরবরাহ করে এমন দৃতা ছিল। ফলস্বরূপ শৃঙ্খলা আরও উর্বর এবং আরও উত্তেজনাপূর্ণ, স্পষ্টতই কারণ এটি বিভিন্ন তাত্ত্বিক পদ্ধতির এবং বিভিন্ন বিশ্লেষণের স্কুলকে ধারণ করে। দার্শনিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণের উত্স প্রাচীন গ্রিস থেকে শুরু করে এবং একটি সাধারণত "রাজনৈতিক দর্শন" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এটি মূলত নৈতিক, ব্যবস্থাপত্রমূলক বা আদর্শিক প্রশ্নগুলির সাথে জড়িত ছিল, যা 'কী', 'করণীয়' বা 'আবশ্যক' নিয়ে আসা উচিত, যা 'কী' তা নয় তার সাথে উদ্বেগের প্রতিফলন করে। প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল সাধারণত এই প্রতিষ্ঠাতা পিতৃ হিসাবে চিহ্নিত হয়। তাদের ধারণাগুলি মধ্যযুগীয় তাত্ত্বিকদের যেমন আগস্টাইন (354–430) এবং অ্যাকুইনাস (1225–74) এর লেখায় পুনরায় উত্থিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, প্লেটোর কাজের মূল বিষয়বস্তু ছিল আদর্শ সমাজের প্রকৃতি বর্ণনা করার প্রয়াস, যা তাঁর দৃষ্টিতে এক শ্রেণীর দার্শনিক রাজার অধীনে সৌম্য একনায়কতন্ত্রের রূপ নিয়েছিল। এই জাতীয় লেখাগুলি রাজনীতিতে "traditional" পদ্ধতির নামকেই ভিত্তি করে গড়ে তুলেছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা ধারণাগুলি এবং মতবাদগুলির বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন জড়িত। সর্বাধিক সাধারণভাবে, এটি রাজনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাসের রূপ নিয়েছে যা 'প্রধান' চিন্তাবিদদের সংকলন (উদাহরণস্বরূপ, প্লেটো থেকে মার্ক্স) এবং 'ক্লাসিক' গ্রন্থের একটি কাননকে কেন্দ্র করে। এই পদ্ধতির সাহিত্য বিশ্লেষণের বৈশিষ্ট্য রয়েছে: প্রধানত চিন্তাবিদরা কী বলেছেন, কীভাবে তারা তাদের মতামতকে বিকাশ করেছেন বা ন্যায়সঙ্গত করেছেন এবং যে বুদ্ধিদীপ্ত প্রেক্ষাপটে তারা কাজ করেছেন, তা পর্যালোচনা করতে আগ্রহী। যদিও এই জাতীয় বিশ্লেষণ সমালোচনা ও বিচক্ষণতার সাথে পরিচালিত হতে পারে তবে এটি

কোনও বৈজ্ঞানিক অর্থে উদ্দেশ্যমূলক হতে পারে না, কারণ এটি 'কেন রাষ্ট্রের আনুগত্য করব?', 'কীভাবে পুরষ্কার বিতরণ করা উচিত?' এবং 'কী করা উচিত? স্বতন্ত্র স্বাধীনতার সীমা কি হতে পারে? '

আচরণমূলক পদ্ধতি/ The Behavioural approach :

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই মূলধারার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ পজিটিভিজমের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে প্রতিফলিত করে 'বৈজ্ঞানিক' traditionতিহ্যের দ্বারা প্রাধান্য পেয়েছে। ১৮70০-এর দশকে অক্সফোর্ড, প্যারিস এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' কোর্স চালু করা হয়েছিল এবং ১৯০6 সালের মধ্যে আমেরিকান পলিটিকাল সায়েন্স রিভিউ প্রকাশিত হচ্ছিল। তবে ১৯৫০ ও ১৯ 19০-এর দশকে রাজনীতির বিজ্ঞানের প্রতি উত্সাহটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে দৃভাবে উদ্ভূত হওয়ার সাথে সাথে রাজনৈতিক বিশ্লেষণের এক রূপ যা আচরণগতভাবে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। প্রথমবারের জন্য, এটি রাজনীতিটিকে নির্ভরযোগ্যভাবে বৈজ্ঞানিক শংসাপত্র দিয়েছে, কারণ এটি এমনটি সরবরাহ করেছিল যা পূর্বে অভাব ছিল: উদ্দেশ্য এবং পরিমাণমতো ডেটা যার বিরুদ্ধে অনুমানগুলি পরীক্ষা করা যেতে পারে। ডেভিড ইস্টনের মতো রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা (1979, ১৯৮১) ঘোষণা করেছিলেন যে রাজনীতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে এবং এটি ভোটার আচরণের মতো কোয়ান্ট ইটিভেটিভ গবেষণা পদ্ধতির ব্যবহারের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত উপায়ে পড়াশোনার প্রসারকে উত্সাহ দেয়, বিধায়কদের আচরণ, এবং পৌর রাজনীতিবিদ এবং লবিস্টদের আচরণ। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উদ্দেশ্যমূলক 'আইন' গড়ে তোলার আশায় আইআর-তে আচরণমূলকতা প্রয়োগের চেষ্টাও করা হয়েছিল। আচরণমূলক আচরণ অবশ্য 1960 এর দশক থেকে ক্রমবর্ধমান চাপের মধ্যে পড়ে। প্রথমত, এটি দাবি করা হয়েছিল যে আচরণগততা রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রকে উল্লেখযোগ্যভাবে সীমাবদ্ধ করেছিল, এটি প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণযোগ্য বিষয়গুলির বাইরে যেতে বাধা দেয়। যদিও আচরণগত বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে উত্পাদিত, এবং উত্পাদন অব্যাহত রয়েছে, যেমন ভোটদান অধ্যয়নের মতো ক্ষেত্রে অমূল্য অন্তর্দৃষ্টি, পরিমাণযুক্ত তথ্য সহ একটি সংকীর্ণ আবেগ রাজনীতির শৃঙ্খলা কিছুটা হ্রাস করার হুমকি দেয়। আরও উদ্বেগজনকভাবে, এটি রাজনৈতিক বিজ্ঞানীদের একটি প্রজন্মকে আদর্শিক রাজনৈতিক চিন্তার পুরো দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে ঝুঁকেছিল। 'স্বাধীনতা', 'সাম্য', 'ন্যায়বিচার' এবং 'অধিকার' এর মতো ধারণাগুলি কখনও কখনও অর্থহীন বলে ত্যাগ করা হয়েছিল কারণ এগুলি অনুগতভাবে যাচাইযোগ্য অস্তিত্ব ছিল না। জন রোলস এবং রবার্ট নজিকের মতো তাত্ত্বিকদের লেখায় প্রতিফলিত হওয়ার সাথে সাথে 1970-এর দশকে আদর্শিক প্রশ্নে আগ্রহী হয়ে উঠলে আচরণগত আচরণে অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু, আচরণগততার বৈজ্ঞানিক শংসাপত্রগুলি প্রশ্নবিদ্ধ হতে শুরু করে। আচরণগততাবাদ বস্তুনিষ্ঠ এবং নির্ভরযোগ্য এই দাবির ভিত্তিতে দাবি করা হয় যে এটি 'মূল্যমুক্ত': অর্থাৎ এটি নৈতিক বা আদর্শিক বিশ্বাস দ্বারা দূষিত নয়। যাইহোক, বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দু যদি পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণ হয় তবে বিদ্যমান রাজনৈতিক বিন্যাসকে বর্ণনা করা ছাড়া আরও অনেক কিছু করা কঠিন, যার অর্থ স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে স্থিতাবস্থা বৈধতাযুক্ত। এই রক্ষণশীল মান পক্ষপাতটি বাস্তবতাই প্রমাণিত হয়েছিল যে 'গণতন্ত্র' বাস্তবে পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণের ক্ষেত্রে পুনরায় সংজ্ঞায়িত হয়েছিল। সুতরাং, 'জনপ্রিয় স্ব-সরকার' (আক্ষরিক অর্থে জনগণের দ্বারা সরকার) বোঝার পরিবর্তে গণতন্ত্র জনপ্রিয় নির্বাচনের পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী এলিটদের

মধ্যে লড়াইয়ের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। অন্য কথায়, গণতন্ত্র বলতে বোঝা গেল উন্নত পশ্চিমের তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কী চলছে।

***নতুন প্রাতিষ্ঠানিকতা/ New institutionalism*:**

1950 এর দশক অবধি রাজনীতি অধ্যয়ন মূলত প্রতিষ্ঠানগুলির অধ্যয়নের সাথে জড়িত ছিল। এই 'traditional' বা 'পুরাতন' প্রাতিষ্ঠানিকতা সরকারের নিয়ম, পদ্ধতি এবং আনুষ্ঠানিক সংস্থার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং আইন ও ইতিহাসের অধ্যয়নের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলির মতোই নিযুক্ত। 'আচরণমূলক বিপ্লব' এর উদ্ভব, এর অপ্রত্যাশিত এবং মূলত বর্ণনামূলক পদ্ধতি (যা কখনও কখনও রাজনীতিকে সাংগঠনিক বিধি ও কাঠামোর সংকলনে হ্রাস করার হুমকি দিয়েছিল) সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের সাথে একত্রিত হয়, যার ফলে 1960 এবং 1970 এর দশকে প্রাতিষ্ঠানিকতা প্রান্তিক হয়ে যায়। যাইহোক, ১৯৮০ এর দশক থেকে একে 'নতুন প্রাতিষ্ঠানিকতা' নামে অভিহিত করে এর প্রতি আগ্রহ পুনরুত্থিত হয়েছিল। মূল সংস্থাপন্থী বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বস্ত থাকাকালীন যে, 'প্রতিষ্ঠানগুলি বিষয়বস্তু', সেই অর্থে যে রাজনৈতিক কাঠামো রাজনৈতিক আচরণকে রূপ দেয় বলে মনে করা হয়, নতুন প্রাতিষ্ঠানিকতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি 'প্রতিষ্ঠান' গঠনের বিষয়ে আমাদের বোঝার সংশোধন করেছে।